ভোরের কাগজ

বিজেএমসির স্কুলগুলো এমপিওভুক্ত নয়, সরকারি করা হোক

বর্তমান চারদলীয় সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দসহ শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনাদি যেমনই প্রশংসার দাবিদার নিশ্চিত, তেমনি বিগত পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের দিকটি নিতান্ত হতাশাব্যঞ্জক বটে। এ ফলাফল বিপর্যয়ের একাধিক কারণ থাকলেও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া না করা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী হওয়াই মূল কারণ। বর্তমান সরকারের ঐসব নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্তকেও সময়োপযোগী বলা যায়।

উল্লেখ্য, নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও সমস্যাটি নিরসনসহ দায়িত্বহীন শিক্ষকদের শাস্তির পাশাপাশি ভালো প্রতিষ্ঠান ও ভালো শিক্ষকদের উৎসাহিত করার পদক্ষেপও কাম্য। কিন্তু দুঃখজনক যে, কখনো অদূরদর্শী ও ত্বরিত সিদ্ধান্তের ভুলের দরুন ভালো প্রতিষ্ঠান ও ভালো শিক্ষকরা পুরস্কৃত হওয়ার পরিবর্তে শাস্তি পেয়ে যায়। গত ৩১-০৭-২০০২ তারিখ পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সমন্বয় সভায় গৃহীত বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত স্কুলসমূহকে এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি একদিকে যেমন মাথা ব্যথার জন্য চিকিৎসার পরিবর্তে মাথা কেটে ফেলার শামিল, অপরদিকে তেমনি এ শিক্ষকদের দীর্ঘদিন থেকে পেয়ে আসা (বিজেএমসি প্রদত্ত) সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করার পদক্ষেপ মাত্র।

বিজেএমসির হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসানের অজুহাতে এবং বিদ্যালয়গুলোকে তথাকথিত অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে চিহ্নিত করে সারাদেশের মাত্র ১৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত টি সাগরে তিল ছোড়া বৈ কিছুই নয়। পক্ষান্তরে এতে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ দীর্ঘদিন থেকে পেয়ে আসা সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে শূন্য হাতে ও ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হবে মাত্র। আর যা হবে আমাদের জন্য অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণার শামিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন আমাদের অসুবিধাসমূহ বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যৎ হতাশা ও বঞ্চনার অবসান এবং বর্তমান সুবিধাদির সুরক্ষাকল্পে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক এবং প্রয়োজনে ভালো ফলাফল অর্জনকারী যেমন চট্টগ্রাম জেলাধীন হাফিজ জুট মিলস পরিচালিত সবুজ শিক্ষায়তন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ইং পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ১০০% প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত নয় বরং পূর্ণ সরকারিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হোক।

বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত ১৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষে

আবদুল হালীম
সিনিয়র সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ পাটকল শিক্ষক সমিতি
(বাপশিস)